ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যে কারণে ক্রাচ ব্যবহার করছেন হৃতিক

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের নেতৃত্বে রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৪৮ ● কলকাতা ● ০৬ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

শিবু হাজরার ৮ দিনের পুলিশ হেফাজত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিবু হাজরার ৮ দিনের পুলিশ হেফাজত। এদিন আদালতে পুলিশ দাবি করে, 'পালানোর চেষ্টা করছিল শিবু হাজরা, তখন পাকড়াও। শিবু প্রভাবশালী, জামিন পেলে এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।' সন্দেশখালিকাণ্ডের ২০ নম্বর মামলায়, সম্প্রতি এক মহিলা আদালতে গোপন জবানবন্দি দেন। তাঁর গোপন জবানবন্দির ভিত্তিতে শিবু হাজরা ও উত্তম সর্দার বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও হত্যার চেষ্টার ধারা যুক্ত করার জন্য আদালতে আবেদন করে পুলিশ। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। এরপরই, গতকাল বিকেলে প্রথমে পুলিশ সুপার ও রাজ্য পুলিশের উএ সাংবাদিক বৈঠক করেন। তারপরই জানা যায়, ন্যাজাট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে শিবুকে।

এদিকে সন্দেশখালিতে

এরপর ৩ পাতায়

কথা দিয়ে কথা রাখছেন মমতা, চাকরি পাচ্ছেন ঢেউচা-পাঁচামির ইচ্ছুক জমিদাতারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথা দিয়ে কথা রাখার আরেক নাম মমতা। এটা বাংলার মানুষ আগেই জেনে গিয়েছেন। তাই বছর বছর একের পর এক নির্বাচনে বিরোধীদের ভোকাট্টা করে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকেই জিতিয়ে চলেছে বাংলার জনতা। বিরোধীদের শত মিথ্যার প্রোপাগান্ডাকে পাশে সরিয়ে রেখে তাঁরা ভরসা রেখেছেন বাংলার অগ্নিকন্যার ওপর, পরিবর্তনের কান্ডারীর ওপর।সিউড়ির চাঁদমারি ময়দানের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান এদিন তিনি ৭২৩.২৩ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন এবং ৬১০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা মূল্যের একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস সাধন করেছেন। প্রায় লক্ষ মানুষকে পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি এদিন প্রায় সাত লক্ষ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের কর্মসংস্থান নিয়ে বড় দিশা দেখিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের সেলফ হেলফ গ্রুপের মহিলারা অনেক কাজ করেন। আমাদের তাঁতিরাও অনেক কাজ করেন। আমরা সরকার থেকে যত প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের তাঁতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার থেকে নেব। প্রতিটি জেলায় একটি করে বিগ বাজার তৈরি

এরপর ৩ পাতায়

নেতা-কর্মীদের কানে ভোট প্রস্তুতির 'মন্ত্র' দিলেন মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব ঠিক থাকলে আর তিন মাস পরেই লোকসভা নির্বাচন। হাত আর একশো দিন। সেই সময়ে বিজেপিকে কেমন ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, তা রবিবার ঠিক করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি নেতাদের কথায়, পাঁচ 'মন্ত্র' দিয়েছেন মোদী।রবিবারের বক্তৃতায় মোদী মহিলাদের জন্য আনা বিভিন্ন প্রকল্প থেকে তিন তালাক নিষিদ্ধ করা কিংবা কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের কথা উল্লেখ করেন। অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন থেকে কর্তারপুর সাহিব যাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়াকে তাঁর সরকারের সাফল্য হিসাবে দাবি করেন। একই সঙ্গে ক্ষমতায় ফিরলে আগামী পাঁচ বছরে তাঁর সরকার কী কী করবে, তার স্বপ্ন ও দেখিয়েছেন মোদী।শনিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধিবেশন বসে। যোগ দিয়েছিলেন দেশের সব রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব।জেলাস্তরের নেতৃত্ব ছাড়াও যোগ দিয়েছিলেন সব রাজ্যের সাংসদ, বিধায়করা। রবিবার সেই অধিবেশন শেষ হয় মোদীর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। পাঁচ বছর আগে এমনই এক অধিবেশন থেকে মোদী দলের নেতা-কর্মীদের লোকসভা নির্বাচনে লড়ার 'ভোকাল টনিক' দিয়েছিলেন। দু'দিনে জেপি নড্ডা, অমিত শাহ, রাজনাথ সিংহ-সহ দলের সব নেতাই ভোট প্রস্তুতি নিয়ে, মোদী সরকারের সাফল্য নিয়ে কথা বলেন। নিজের বক্তব্যেও মোদী ১০ বছরে তাঁর সরকার কী কী কাজ করেছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন। আর একেবারে শেষে উপস্থিত সকলকে দিয়ে সঙ্কল্প করিয়ে নিয়েছেন আগামী লোকসভা

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা ভোটের আগে মেয়াদ বাড়ল বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আগে মেয়াদ বাড়ল বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার। আগামী জুন মাস পর্যন্ত পদে থাকবেন নাড্ডাই। রবিবার দিল্লিতে দলের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন থেকে এই ঘোষণা করেছেন প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।শনিবারই রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা বলেছিলেন, "মাত্র ৭-৮ বছর আগেও আমরা বাংলায় ১০ শতাংশ ভোটের পার্টি ছিলাম। মাত্র ৩ জন বিধায়ক ছিলেন। আজ ৩ থেকে ৭৭ হয়েছি। বাংলায় এখন আমাদের ভোট সাড়ে ৩৮ শতাংশ। আমি এখনই আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় আমরাই ক্ষমতা দখল করব।" এর পর তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণা থেকেই স্পষ্ট,

এরপর ৩ পাতায়

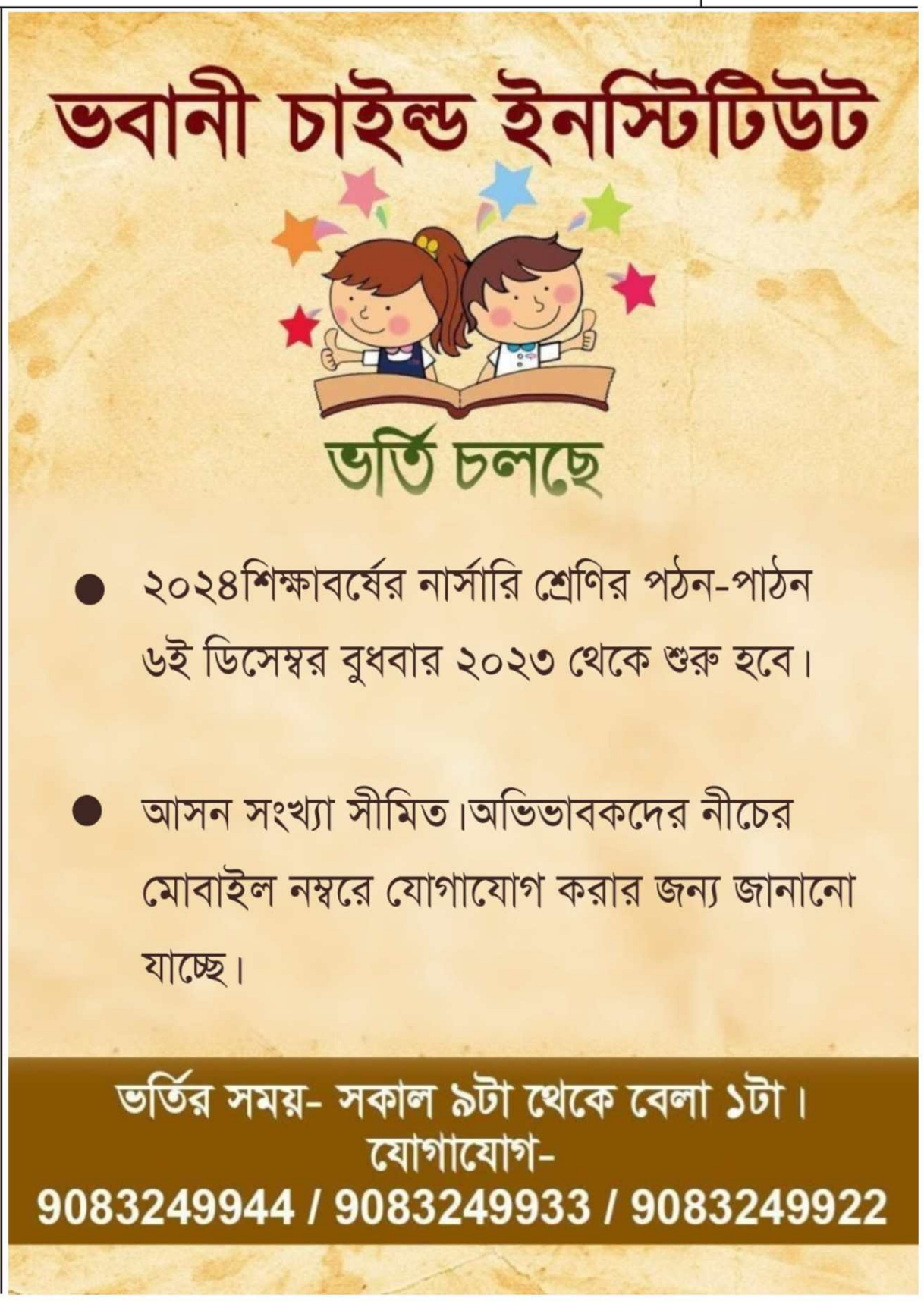

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি 'তৃণমূল সাংসদ' দিব্যেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি নিয়ে আবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি 'তৃণমূল সাংসদ' দিব্যেন্দু অধিকারীর। এ বার সন্দেশখালিতে 'নির্যাতিত' মহিলাদের জন্য যে 'পদক্ষেপ' করেছেন রাজ্যপাল, তা নিয়ে তাঁকে কুর্নিশ জানিয়ে চিঠি দিলেন তমলুকের সাংসদ। চিঠিতে জানালেন, সন্দেশখালিতে যে সব মহিলা নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না, তাঁদের জন্য রাজ্যপাল যে পদক্ষেপ করেছেন, তা নিয়ে তিনি 'গর্বিত'।পূর্ব মেদিনীপুর তৃণমূলের একাংশের ধারণা, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে দিব্যেন্দু বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। ২০২০ সালের ১৯ ডিসেম্বর, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তার পর তৃণমূলে থাকলেও শিশির ও দিব্যেন্দুর 'বিশ্বাসযোগ্যতা' নিয়ে তৃণমূল বার বার প্রশ্ন তুলেছে। রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে পিতা-পুত্রের সাক্ষাতের পর তাঁদের বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা আরও বৃদ্ধি পায়। এ বার রাজ্যপালকে আবার সন্দেশখালি নিয়ে চিঠি দিলেন দিব্যেন্দু। তাতে সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির অভিযোগকেই যেন 'মান্যতা' দিলেন। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির দিকে আরও এক পা এগিয়ে রাখলেন দিব্যেন্দু!এই নিয়ে তিনিও রাজ্যপালের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ওই মহিলাদের সব রকম সাহায্যের জন্য রাজ্যপাল তাঁকে কোনও নির্দেশ দিলে তা পালন করবেন বলেও জানিয়েছেন। গত সোমবার সন্দেশখালি গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল সেদিন গিয়ে বলে এসেছিলেন, যদি কোনও 'নির্যাতিত' মহিলা আশ্রয় চান, তাঁর জন্য রাজভবনের দরজা খোলা। এই নিয়েই রাজ্যপালকে চিঠি লিখে কুর্নিশ জানিয়েছেন দিব্যেন্দু। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "রাজভবনে সন্দেশখালির নির্যাতিত মহিলাদের আশ্রয় দেওয়ার যে পদক্ষেপ আপনি করেছেন, তা কল্পনাতীত। অশান্ত সন্দেশখালিতে যে সব মহিলারা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারছেন না, তাঁদের জন্য যে নির্দেশ আপনি দিয়েছেন, তাকে কুর্নিশ জানাই। আমি গর্বিত।" এর পরেই দিব্যেন্দু জানিয়েছেন, এই কাজে তিনি পাশে দাঁড়াতে পারলে বাধিত হবেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, "আপনি যদি আপনার পাশে দাঁড়ানোর অনুমতি দেন এবং রাজভবনে আশ্রয়, খাবার, নিরাপত্তার জন্য আসা মহিলাদের যে কোনও রকম সাহায্যের নির্দেশ দেন, তা হলে আমি বাধিত হব।" ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে আবার উত্তপ্ত হয় সন্দেশখালি। তৃণমূল নেতা শাহাজাহান শেখ, শিবু হাজরাকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীদের একাংশ। সামনের সারিতে ছিলেন মহিলারা। তাঁদের একটা অংশ শাহজাহানদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগও তুলেছেন। বিজেপি দাবি করেছে, 'ধর্ষণ' হয়েছে সন্দেশখালিতে। আঙুল তৃণমূল নেতৃত্বের দিকে। এর পরেই গত সোমবার সন্দেশখালি গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তিনি সেখানে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। তার পর সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, "এখানে সকলেই আমার বোন। তাঁদের সম্মান রক্ষার্থে যা করণীয়, করব। আমি সার্বিক ভাবে যে ছবিটা দেখেছি, তা আমাকে মর্মাহত করেছে। যা আজ দেখলাম, তা আগে দেখিনি। অনেক কিছু শুনেছি, যা আগে শুনিনি আইন আইনের পথে না চললে মানুষ বিপন্ন বোধ করে।" সেখানেই সন্দেশখালিতে 'নির্যাতিত' মহিলাদের রাজভবনে আশ্রয় দেওয়ার কথাও বলেন। এ বার সেই পদক্ষেপকেই কুর্নিশ জানালেন তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু।

প্রসঙ্গত, গত মাসের শুরুতে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন দিব্যেন্দু এবং তাঁর বাবা তথা কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী। রাজভবন থেকে বেরিয়ে দিব্যেন্দু এই সাক্ষাতকে 'সৌজন্যমূলক' বলে দাবি করেছিলেন। যদিও তাতে জল্পনা থামেনি। খাতায়-কলমে দিব্যেন্দু এখনও তৃণমূল সংসদ। যদিও তাঁকে তৃণমূলে সক্রিয় ভাবে দেখা না গেলেও বিজেপির কোনও কর্মসূচিতেও সরাসরি দেখা যায়নি। সন্দেশখালিতে ইডি অফিসারদের উপর হামলার পরে নিজের উদ্বেগ জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি লিখেছিলেন দিব্যেন্দু।

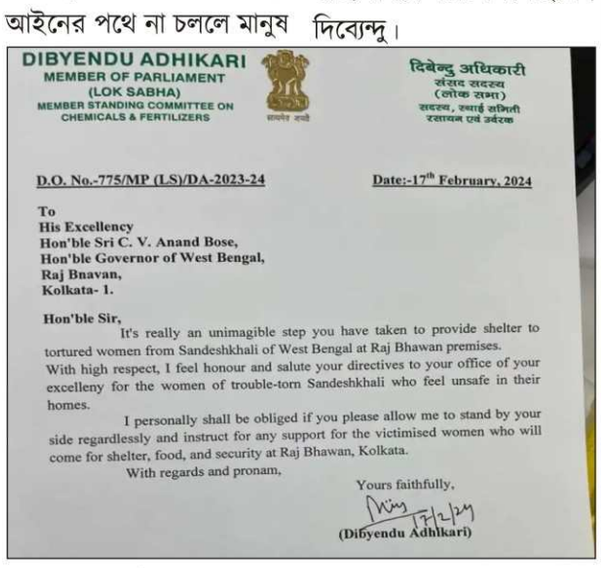

DIBYENDU ADHIKARI
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)
MEMBER STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS & FERTILIZERS

दिबेन्दु अधिकारी
संसद सदस्य
(लोक सभा)
सदस्य, स्थाई समिति
रसायन एवं उर्वरक

D.O. No.-775/MP (LS)/DA-2023-24 Date:-17th February, 2024

To
His Excellency
Hon'ble Sri C. V. Anand Bose,
Hon'ble Governor of West Bengal,
Raj Bnavan,
Kolkata- 1.

Hon'ble Sir,

It's really an unimagible step you have taken to provide shelter to tortured women from Sandeshkhali of West Bengal at Raj Bhawan premises. With high respect, I feel honour and salute your directives to your office of your excelleny for the women of trouble-torn Sandeshkhali who feel unsafe in their homes.

I personally shall be obliged if you please allow me to stand by your side regardlessly and instruct for any support for the victimised women who will come for shelter, food, and security at Raj Bhawan, Kolkata.

With regards and pronam,

Yours faithfully,
(Dibyendu Adhikari)

রাজ্যপালকে চিঠি দিব্যেন্দু অধিকারীর — নিজস্ব চিত্র।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের

মৃত্যুদেহ আনতে চাঁদা তুলল গ্রামবাসীরা

হরিশ্চন্দ্রপুর,মালদা : নিউজ সারাদিন : ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল এক পরিযায়ী শ্রমিকের।মৃতের নাম তুফানু মহলদার(৪৫)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালুভরট গ্রামে।গ্রামের বাড়িতে মৃতের দেহ ফেরাতে চাঁদা তুলছেন মুসলিমরা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,অভাবের তাড়নায় প্রায় নয় মাস আগে পঞ্চায়েত ভোটের পরে দিল্লিতে রাজ মিস্ত্রীর জোগানদারের কাজ করতে যায় তুফানু।সঙ্গে নিয়ে যায় মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী পুষিয়া মহলদার ও একমাত্র ছেলে নিখিল মহলদারকেও। শনিবার সকালে কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। সেদিনই সন্ধ্যার সময় মৃত্যু হয় ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। শ্রমিকের হঠাৎ মৃত্যু ঘিরে পরিবার-পরিজনদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। কিভাবে দেহটি গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসবেন এই নিয়ে চরম সংকটে পড়েছে মৃতের পরিবার।দিল্লি থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসতে খরচ লাগবে প্রায় ৫০ হাজার টাকা।এত টাকা কোথায় পাবে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার।এই খবর জানতে পেরে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা চাঁদা তুলে দেহটি নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।সোমবার সকালে অ্যাম্বুলেন্সে করে শ্রমিকের কফিন বন্দী দেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাবে বলে জানান এলাকার মানুষজন।

গোপন জবানবন্দি দেওয়া

বধূর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূল নেতা শিবু হাজরা, উত্তম সরদারের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ করে গোপন জবানবন্দি দেওয়া মহিলার বাড়ি রাতের অন্ধকারে ভাঙচুরের অভিযোগ পুলিশের উর্দিধারীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পরে প্রাণ সংশয়ে ভুগছেন ওই মহিলা। আদালতের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।নির্যাতিতার অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।সন্দেশখালির বাসিন্দা ওই বধূর বাড়ির দেওয়াল তৈরি মুলি বাঁশের বেড়ায়। আর ছাদে টালি। গত বৃহস্পতিবার বসিরহাট আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়ে শিবু হাজরা ও উত্তম সরদারের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ করেন তিনি। এর পর আদালতের নির্দেশে শনিবার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এই ২ ধারা যুক্ত করে পুলিশ। তার ২ ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাজাট থানা এলাকা থেকে শিবুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে শনিবার রাতে নিজের ঘরে ছিলেন না অভিযোগকারিনী মহিলা। মহিলা জানান, আমি পুলিশকে ঘর ভাঙচুরের কথা জানিয়েছি। পালটা পুলিশ অফিসার আমাকে প্রশ্ন করেন, পুলিশিই যে ঘর ভেঙেছে সেকথা জানলেন কী করে? আপনি তো বাড়ি ছিলেন না। আমি ওই অফিসারকে বলি, পুলিশের এত নিরাপত্তার মধ্যে বাড়ি ভাঙচুর হলে পুলিশ ছাড়া আর কে ভাঙবে? আমি নিরাপত্তার অভাবে ভুগছি। আমি আদালতের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানাচ্ছি। মৌখিক আবেদনে কাজ না হলে আমি লিখিত আবেদন জানাব। শিবু আর উত্তম গ্রেফতার হলেও অনেক অভিযুক্ত এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে ওরা যে কোনও সময় খুন করতে পারে।

তিনি জানিয়েছেন, আমার ওপর রাতে হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলাম। তাই শনিবার আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিই। রবিবার বেলায় এসে দেখি ঘর ভাঙচুর করেছে কে বা কারা। দরজার পাশে মুলিবাঁশের বেড়া ভাঙা। উঠোনে পড়ে রয়েছে ভাঙা টালির টুকরো। পুলিশের উর্দি পরে কয়েকজন গভীর রাতে এসে আমার বাড়ি ভাঙচুর করেছে বলে জানতে পারি।

প্রধানমন্ত্রীর সড়ক যোজনার

রাস্তায় দুর্নীতির অভিযোগ

হরিশ্চন্দ্রপুর,মালদা : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়োক যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসী।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দিন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈরাট গ্রামে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, সিডিউল মেনে কাজ করছে না নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হচ্ছে।তা এদিন রাস্তার কাজ বন্ধ করে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী।আরো অভিযোগ, ঠিকাদারের কাছে সিডিউল দেখতে চাইলে সে সঠিক সিডিউল দেখাচ্ছে না। ঠিকাদার কে বলতে গেলে সে কোন কর্ণপাত করছে না।বৈরাট প্রাইমারি স্কুল থেকে বৈরাট বাজার পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তা।প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার বরাদ্দ অর্থে কাজ শুরু হয়।কিন্তু সিডিউল অনুযায়ী ঠিকাদার কাজ করছে না।

এদিন বিক্ষোভকারি হাসিদুল আহমেদ বলেন,ঠিকাদার সঠিক সিডিউল না দেখিয়ে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে।সঠিক সিডিউল দেখতে চাইলে সঠিক সিডিউল দেখাচ্ছে না।তাই আমরা আজকে রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালাম। প্রশাসনকে বলব যেন সঠিক কাজ হয়।

আধার কার্ড বাতিল ইস্যুতে

বিজেপি সরকারকে আক্রমণ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আধার কার্ড বাতিল ইস্যুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ঘিরে রীতিমতো রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল। থোতা মুখ ভোঁতা করে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনই বার্তা তিনি।সমস্ত জায়গাতেই আধার কার্ড প্রয়োজন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব জায়গাতেই সরকারের কার্ড বানাতে হয়। এত কার্ড বানিয়ে গলায় সাধারণ মানুষ কি ঝুলিয়ে রাখবে? কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। "ভয় পাবেন না, আমি আছি।" অভয় দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি থাকতে কোনও মানুষের সমস্যা হবে না। তিনি মানুষের জন্য সব সময় রয়েছেন। আগামী দিনেও মানুষের জন্যই করবেন।

নাগরিকত্ব আইন চালু করার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। সেই হিসেবে সাধারণ মানুষকে সজাগ থাকতে বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাউকে নাগরিকত্ব থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ মানুষের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড আছে। সকলেই এই দেশের নাগরিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের এই বার্তা দিলেন।নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক মানুষের আধার কার্ড বাতিল হওয়ার তথ্য সামনে এসেছে।এই নিয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি আসরে নামলেন। নাগরিকত্ব আইন ও সিএএ বিষয়কে কটাক্ষ করলেন। আধার কার্ড বাতিল করে বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব বাতিল করতে চাইছে। এমনই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর।

রাজ্যের একাধিক জায়গায় আধার কার্ডের বাতিল হওয়ার ঘটনা ঘটছে। সেই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি সরকার এই কাজ করছে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযোগ প্রক্রিয়া বাতিল করার চেষ্টা চলছে। বাংলার মানুষ রাজ্য সরকারের যেসব প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পায় ব্যাঙ্ক থেকে, সেগুলি বন্ধ করার

এরপর ৩ পাতায়

উত্তমের পর শিবু হাজরার উপরও কি সাসপেনশনের খাঁড়া?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি ইস্যুতে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন এবং শাসকদল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা শেখ শাহজাহানের দুই শাগরেদ শিবপ্রসাদ হাজরা ও উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার মামলা রুজু হয়েছে। শিবপ্রসাদ হাজরা ছিলেন সন্দেশখালি ২ নং ব্লকের তৃণমূল সভাপতি। তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর সেই জায়গায় আপাতত দায়িত্ব সামলাবেন স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। রবিবার সেকথাই

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

উত্তমের পর শিবু হাজরার উপরও কি সাসপেনশনের খাঁড়া?

জানিয়েছেন দমকল মন্ত্রী তথা উত্তর ২৪ পরগনা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য সুজিত বসু। এর পরই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তবে কি শিবপ্রসাদ হাজরাকে সাসপেন্ড করছে দল? জবাবে সুজিত বসু বলেন, "শিবু হাজরার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ হলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে আপাতত সন্দেশখালি-২'এর দায়িত্ব সামলাবেন আমাদের বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।" তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট, অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক উত্তম সর্দারকে সাসপেন্ড করা হলেও শিবপ্রসাদে এখনও নরম শাসকদল।এর মধ্যে উত্তম সর্দারকে আগেই সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল ।এবার পুলিশের হাতে ধৃত ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধেও কি একই শাস্তির খাঁড়া নেমে আসবে? রবিবার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু।

রবিবার সন্দেশখালি সংলগ্ন ন্যাজাটে গিয়েছিলেন সুজিত বসু, পার্থ ভৌমিক, বীরবাহা হাঁসদা। তাঁরা সকলেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করে দেওয়া কোর কমিটির সদস্য। সেখানে শিবির করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারদের বিরুদ্ধে জমি দখল করে অথবা লিজের টাকা না দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, সে প্রসঙ্গেও হস্তক্ষেপ করেন তাঁরা। পার্থ ভৌমিক, সুজিত বসু সকলেই জানান, পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রয়েছে দলের। স্থানীয়দের সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তৃণমূলের প্রতিনিধিদল গ্রামে গ্রামে বাড়িতে ঘুরে অভিযোগ শুনবেন। যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের টাকা ফেরত দিতে তৎপর দল।

১-ম পাতার পর

কথা দিয়ে কথা রাখছেন মমতা, চাকরি পাচ্ছেন ঢেউচা-পাঁচামির ইচ্ছুক জমিদাতারা

করব। যেখানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের জিনিসপত্র বিক্রি হবে। তাদের স্থায়ী রোজগারের জন্য এই বন্দোবস্ত। সেই সঙ্গেই তাঁরা এবার থেকে প্রতি বছর এককালীন ২৫ হাজার টাকা করে পাবেন। তাঁদের স্থায়ী রোজগারের জন্য এই বন্দোবস্ত। জেলায় জেলায় রয়েছে সেলফ হেলফ গ্রুপ। বহু মহিলা এই গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকেন। গ্রামের মহিলাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে একটা বড় সহায়। পুরুষেরাও এই ধরনের গ্রুপ খুলছেন। তাঁরাও এই সুবিধা পাবেন।'বাংলার সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আবারও প্রমাণ করে দিলেন তিনি কথা দিলে সেই কথা তিনি রাখতে জানেন। রাজ্যের বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন একদিন, বীরভূম জেলার সিউড়ি সদর মহকুমার মহম্মদবাজার ব্লকের ঢেউচা-পাঁচামি কয়লাখনি শিল্প গড়তে জমিদাতাদের জমির দাম ও ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি দেওয়া হবে সরকারি চাকরিও। এদিন অর্থাত রবিবার সেই জেলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সিউড়ির সভামঞ্চ থেকেই তিনি ঢেউচা-পাঁচামি এলাকার ইচ্ছুক ১ হাজার ১৩৫ জনকে সরকারি সাহায্য তুলে দিলেন।এদিন সিউড়ির সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঢেউচা-পাঁচামি এলাকার ইচ্ছুক জমিদাতাদের হাতে জমির জন্য ক্ষতিপূরণ ও সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন। যে ১ হাজার ১৩৫ জনের হাতে এই সুনিধা প্রদান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের মধ্যে ৫৬৩ জন পেয়েছেন জমি প্রদানের জন্য জমির দাম ছাড়াও অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক। জমি দাতাদের মধ্যে থেকে ৩৪২ জন পেয়েছেন রাজ্য পুলিশের জুনিয়র কনস্টেবল পদে চাকরির নিয়োগপত্র। ২৩০ জন পেয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী হিসাবে গ্রুপ ডি পদে চাকরির নিয়োগপত্র। এই নিয়ে ঢেউচা-পাঁচামি এলাকায় কয়লা খনি শিল্পের জন্য ইচ্ছুক জমি দাতাদের মধ্যে থেকে ৭হাজার ৬৮৩ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হল রাজ্য সরকারের তরফে। সেই সূত্রেই মুখ্যমন্ত্রী এদিন বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছেন, 'খনি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে এক লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি হবে।' এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢেউচা-পাঁচামি এলাকার জন্য ১৩২.৩৩ কেভি সাবস্টেশন নির্মান কাজের শিলান্যাস সাধনও করেন। এদিনের সভা থেকে বীরভূম জেলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মোট ১ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা মূল্যের হাজারেরও বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন অথবা শিলান্যাস সাধন করেন।

১-ম পাতার পর

লোকসভা ভোটের আগে মেয়াদ বাড়ল বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির

নাড্ডাতেই ভরসা রাখছেন মোদি-শাহরা।নাড্ডার দায়িত্বে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির পারফরম্যান্স দারুণ বলে উল্লেখ করেছেন শাহ। তাই চব্বিশের লোকসভা ভোটে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে চায় বিজেপি।

২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে অমিত শাহ জিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্বে আসেন জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। তখন সাময়িকভাবে তাঁকে পদে আনা হলেও ২০২০ সালে দলের তরফে ঘোষণা করা হয়, আগামী ৫ বছর নাড্ডাই এই দায়িত্বে থাকবেন। সেই অনুযায়ী, জানুয়ারিতেই তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে নাড্ডাকে সামনে রেখেই লোকসভা নির্বাচনে লড়তে চায় বিজেপি। তাই তাঁর মেয়াদ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির মেয়াদবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করতে গিয়ে অমিত শাহ স্পষ্ট বলেন, "জে পি নাড্ডার নেতৃত্বে আমরা বিহারে সবচেয়ে ভালো ফল করতে পেরেছি। এন ডি এ মহারাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে আসন সংখ্যা বেড়েছে। গুজরাটে বিপুল জয় পেয়েছি। আসন্ন নির্বাচনে আমরা ৩৭০ আসন পেরিয়ে যাব। আর এনডিএ জোট ৪০০ পেরবে, সে ব্যাপারে আমি আশাবাদী।"

১-ম পাতার পর

নেতা-কর্মীদের কানে ভোট প্রস্তুতির 'মন্ত্র' দিলেন মোদী

নির্বাচনে এনডিএ যাতে ৪০০-র বেশি আসনে জিততে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের নামে স্লোগানের পরে ভোটের স্লোগানও ঠিক করে দেন। বলেন, "এ বারের স্লোগান, আব কি বার, চারশো পার।"একই সঙ্গে ভোটের আগে কী কী করতে হবে বলতে গিয়ে পাঁচটি কথা বলেছেন মোদী। প্রথম নির্দেশ, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন এমন সব উপভোক্তাকারীর (লাভার্থী) কাছে পৌঁছতে হবে। মোদী বলেন, "সকলের কাছে কাছে গিয়ে বলতে হবে প্রধান সেবক নরেন্দ্র মোদী তাঁদের প্রণাম জানিয়েছেন।" দ্বিতীয় নির্দেশ, কোথাও এক জনও নতুন ভোটার থাকবেন না যাঁর কাছে বিজেপি কর্মীরা পৌঁছননি। দশ বছরে বিজেপি সরকার কী কী কাজ করেছে, তার বিবরণ দিতে হবে নতুন ভোটারদের। তৃতীয় নির্দেশ, ভোটের দিনে সবাইকে বুথে নিয়ে আসতে হবে এবং বিজেপি বা এনডিএ শরিকদের প্রতীকে ভোট দেওয়াতে হবে। চতুর্থ নির্দেশ, যে কোনও কারণে এখনও বিজেপি থেকে দূরে রয়েছেন, এমন মানুষদের কাছে পৌঁছতে হবে। আর পঞ্চম নির্দেশ, এ সব করার জন্য নমো অ্যাপের সাহায্য নিতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব, বেশি মানুষকে ওই অ্যাপের মাধ্যমে বিকশিত ভারতের অ্যাম্বাসাডর বানাতে হবে।পর পর দু'বার দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকার পরেও তৃতীয় বারের জন্য এত লড়াই কেন? এমন প্রশ্ন তুলে মোদী বলেন, "এটা রাজনীতির ভাবনা। কিন্তু আমি রাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাস করি।" এই প্রসঙ্গে শিবাজির উল্লেখ করে মোদী বলেন, "ছত্রপতি হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি লড়াই ছাড়েননি। কারণ, রাষ্ট্রের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ ছিল তাঁর জীবন। আমিও রাষ্ট্রের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ। নিজের ঘরের কথা ভাবিনি বলেই এত মানুষের আবাস হয়েছে। গরিব, শিশু, মহিলা এবং যুবদের স্বপ্নপূরণই আমার স্বপ্ন।" এখন ভারতের স্বপ্ন দিন দিন বড় হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন মোদী।

২ পাতার পর

আধার কার্ড বাতিল ইস্যুতে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ মমতার

চেষ্টা চলছে। রাজ্য সরকারের প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছাতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এমনই মারাত্মক অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে হবে। আধার কার্ড ছাড়া পরিষেবা ব্যাঙ্ক যদি না দেয়, সেক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজনে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাজ করবে না রাজ্য সরকার। নিজেদের রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পাঠানো হবে। বীরভূমের মঞ্চ থেকে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভোটার কার্ড তালিকা থেকে যাতে নাম কাটা না যায়, সেদিকে নজর রাখতে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আধার কার্ড সংক্রান্ত অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। সেই বিষয়ে সচিবদের ব্যবস্থা নিতে বললেন। অনলাইন পোর্টাল খোলার নির্দেশ দিলেন তিনি।

সবটাই ফেরত দেওয়া হবে, সন্দেশখালি ইস্যুতে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী?

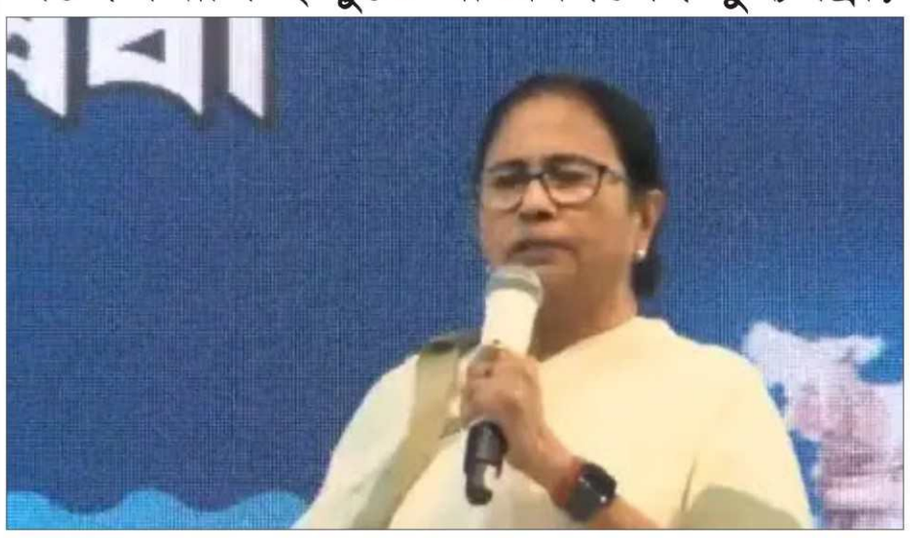

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বীরভূমের সভামঞ্চ থেকে সন্দেশখালি ইস্যুতে বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বনেদ্যাপাধ্যায়। তিনি সন্দেশখালির নাম উত্থাপন করেননি ঠিকই। কিন্তু কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন। কেউ কিছু নিলে সবটাই ফেরত দেওয়া হবে। বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বনেদ্যাপাধ্যায়। সন্দেশখালিতে ধর্ষণ, মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার একাধিক কথা শোনা যাচ্ছে। তবে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হত না সেই সব ঘটনাতে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "কোনও মহিলা আজ পর্যন্ত কোনও অভিযোগ করেনি, এফআইআর করেনি।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি পুলিশকে বলেছি সুয়োমুটো কেস কর। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট গ্রেফতার হয়েছে। এমনকী আরাবুল ভাঙরে আমাদের কর্মী, ও তো গ্রেফতার হয়ে আছে। তোমরা কতজনকে গ্রেফতার করেছ? আমি কি পারি না করতে?

এরপর মুখ্যমন্ত্রীর মুখে গদ্দারদের প্রসঙ্গ আসে। তিনি একটু একটু করে সুতো ছাড়ছেন। গদ্দারদেরও

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

শিবু হাজরার ৮ দিনের পুলিশ হেফাজত

মানুষের ক্ষোভ সামাল দিতে ততপর হল প্রশাসন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ শুনতে সন্দেশখালির বিভিন্ন জায়গায় খোলা হল ক্যাম্প। রয়েছেন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিকরা। গ্রামবাসীরা না আসায় সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অরুণ সামন্ত নিজেই বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন। আশ্বাস দিলেন, ক্যাম্পে যেতে না পারলে অভিযোগ শুনতে প্রশাসনই দরজায় এসে হাজির হবে। পুলিশ হেফাজত শিবু হাজরার: গতকাল শিবু ও শেখ শাহজাহানের আরেক শাগরেদ তৃণমূলের সাসপেন্ডেড নেতা উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও গণধর্ষণের মামলা রুজু করে পুলিশ।এরপরই ন্যাজাট থেকে গ্রেফতার হন শিবু হাজরা। শিবু ও উত্তমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সন্দেশখালির মহিলারা। এর আগে শিবুর বাগানবাড়ি, ভেড়ির অফিস, মুরগির খামার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এদিন শিবু হাজরাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় বসিরহাট থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। সন্দেশখালির দাপুটে তৃণমূল নেতাকে দেখে ওঠে চোর চোর স্লোগানও।

শিবপ্রসাদ হাজরা, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য। শেখ শাহজাহানের শাগরেদ। সেই শিবপ্রসাদ হাজরা বা শিবুর বিরুদ্ধেই ভেড়ি দখল, লিজের টাকা না দেওয়া, নিগ্রহ, মারধর-অত্যাচার-সহ একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশ। উত্তম সর্দারকে ৬ বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড করা হলেও, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শিবু হাজরা এবং শেখ শাহজাহানদের বিরুদ্ধে এখনও ব্যবস্থা নেয়নি তৃণমূল।

ধর্মান্তকরণ করলেই আর রক্ষে নেই! ক্ষমতায় এসেই বিল আনল ছত্তিসগড়ের বিজেপি সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শীঘ্রই ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন আনতে চলেছে ছত্তিশগড় সরকার ।ছত্তিশগড় বিধানসভার চলতি অধিবেশনে 'বেআইনি ধর্মান্তরকরণ বিল' পেশ করার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। গত শনিবারই মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী ব্রিজমোহন আগরওয়াল বলেন, ছত্তিশগড়ে জোর জবরদস্তি ধর্মান্তকরণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে।এরপর পুলিশের কাছে ধর্মান্তরিত হওয়ার আসল কারণ এবং উদ্দেশ্য সবটাই বিশদে জানতে হবে বলে বলা হয়েছে এই খসড়ায়। এই প্রক্রিয়ায় সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেলে 'ধর্মান্তকরণ তো বাতিল হবেই সেই সাথে জামিন অযোগ্য মামলায় এফআইআর অবধি হতে পারে। খসড়ায় দোষীদের কঠোর শাস্তির বিধানও রয়েছে। এতে ১০ বছর পর্যন্ত শাস্তি এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অবধি হতে পারে।লোভ লালসার ফাঁদে ফেলে সরকারের অজান্তেই মানুষকে ধর্ম বদলানোর জন্য উস্কানো হয়।

ব্রিজমোহন আগরওয়াল এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে মোট ৩৪টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং প্রায় ৩৪০০ টিরও বেশি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও বিজেপির দাবি, বাস্তব সংখ্যা এর থেকেও অনেক বেশি। ধর্মান্তকরণের কারণে ছত্তিশগড়ের জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কথাও বলেছেন বিজেপি নেতারা। এইসব কারণেই এবার ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন আনার কথা ভাবছে ছত্তিশগড় সরকার।

সূত্রের খবর, ছত্তিশগড় ধর্মান্তর বিলের খসড়া সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তবে বিধানসভায় চূড়ান্ত উপস্থাপনের আগে এতে কিছু সংশোধনী আনা হতে পারে। এই খসড়ায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি যদি নিজের ধর্ম বদল করতে চান সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে নিজের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ একটি ফর্ম বা ঘোষণাপত্র পূরণ করতে হবে এবং কমপক্ষে ৬০ দিন আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দিতে হবে।

অবৈধভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক, মহিলা বা তফসিলি জাতি বা উপজাতির সদস্যদের ধর্মান্তরিত করা হলে দোষীদের সর্বনিম্ন দুই বছর এবং সর্বোচ্চ দশ বছরের জেল হবে। এর পাশাপাশি কমপক্ষে ২৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। বেআইনি গণধর্মান্তরকরণের জন্য ন্যূনতম তিন বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছরের সাজা এবং ৫০,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। খসড়ায় আরও বলা হয়েছে, ধর্মআন্তকরণের শিকার ব্যক্তিকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে এই প্রসঙ্গে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই জানিয়েছেন, "গত পাঁচ বছরে ধর্মান্তকরণ বেড়েছে হুহু করে। তা আটকাতেই সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে'।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৪৮ সংখ্যা ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ সোমবার, ০৬ ফাল্গুন, ১৪৩০

৩ পাতার পর

সবটাই ফেরত দেওয়া হবে, সন্দেশখালি ইস্যুতে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী?

গ্রেফতার করার ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন," গদ্দারদের সব চুরি, দুর্নীতি কেস। আর সবাইকে বলে চোর।"একটা ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে। তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সঙ্গে নিয়ে। আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে। তিলকে তাল করছে। শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। এমন বক্তব্য রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্দেশখালি ইস্যু এই মুহূর্তে রাজ্যের অন্যতম চর্চায় রয়েছে। নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে। তৃণম নেতৃত্বের একাংশ মহিলাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। লুটপাট করেছে এলাকায়। এমন অভিযোগ সামনে এসেছে। উত্তম সর্দার আগেই গ্রেফতার হয়েছিল। গতকাল তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ হাজরা গ্রেফতার হয়েছে। যদিও শেখ শাহজাহান এখনও অধরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাদের স্বপক্ষে দাঁড়ালেন? এই প্রশ্ন উঠছে। সন্দেশখালি ঘটনায় বিজেপি যে ক্রমাগত ইন্ধন দিচ্ছে। এলাকাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। এমন দাবি তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। বীরভূমের সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী তেমন বার্তা দিলেন।

বহু মানুষের জমি, জায়গা পুকুর,ভিটেমাটি কেড়ে নিয়েছে শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠরা। জমি পুকুর লিজ নিয়ে টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমন অভিযোগও বিস্তর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ থেকে এদিন পরিষ্কার বার্তা দিলেন, " আমি বলতে চাই তাদের,যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তাঁরা শুনবে। যদি কেউ মনে করে,কারও কাছ থেকে কেউ কিছু নিয়েছে,সবটাই ফেরত দেওয়া হবে। আমি যখন বলি,তখন করি।"

সম্পাদকীয়

দলবদলের সুনামি! সবাই 'গেরুয়া' হয়ে যাবে?

রবিবার শেষ হল বিজেপির জাতীয় অধিবেশন। অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিজেপি কর্মীদের প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সামনের ১০০ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানিয়েছেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ-কে ৪০০ আসনে জয়ী হতে হলে, বিজেপিকে ৩৭০-এর বেশি আসনে জিততে হবে। আর তার জন্য সামনের ১০০ দিনের মধ্যে সকল ভোটারকে বিজেপির পক্ষে আনতে হবে।গত কয়েকদিনে, বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বেশ কয়েকজন পরিচিত কংগ্রেসী নেতা। মহারাষ্ট্রে সকলকে চমকে দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চভন। যোগ দেওয়ার পরই তাঁকে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দিয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, লালগঞ্জের বিএসপি সাংসদ সঙ্গীতা আজাদ এবং আম্বেদকর নগরের বিএসপি সাংসদ রিতেশ পান্ডেও বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। দলে দলে কংগ্রেস নেতাদের বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় ঝা। তিনি বলেছেন, এভাবে চললে ভারত বিজেপি মুক্ত হয়ে যাবে। বিজেপি দলটাই কংগ্রেসে পরিণত হবে। তিনি যাই বলুন, ২০ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দলবদলের স্রোত কতটা জোরদার হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

তবে, ১০০ দিন নয়, সামনের ১০ দিনেই জাতীয় রাজনীতিতে বড়সড় রদবদল ঘটতে পারে বলে জানা গিয়েছে বিজেপি সূত্রে। বিভিন্ন বিরোধী দল থেকে সুনামির মতো বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন নেতারা। নিউজ১৮-এর এক প্রতিবেদনে বিজেপির এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে দাবি করা হয়েছে, ২০ ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হবে যোগদান উতসব। চলবে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত। এই নয় দিনে, কংগ্রেস, বহুজন সমাজ পার্টি এবং আম আদমি পার্টি-সহ বেশ কয়েকটি বিরোধী দলের সাংসদ এবং বিধায়কদের স্রোত আসবে বিজেপিতে। সকলেই গেরুয়া শিবিরে যোগ দেবেন। ওই সূত্রের দাবি, শুধু পোড় খাওয়া সাংসদ এবং বিধায়করাই নন, সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে নির্বাচিত অনেক বিধায়কও বিজেপিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক। ওই সূত্রের দাবি, এই বিষয়ে সব কিছু তৈরি রয়েছে। যোগদান শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।প্রসঙ্গত, মধ্য প্রদেশে কংগ্রেসের অন্যতম মুখ, কমল নাথ এবং তাঁর ছেলে নকুল, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক চুকিয়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেবেন বলে জল্পনা চলছে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য কারও সঙ্গ এই বিষয়ে তাঁর কোনও কথা হয়নি বলে দাবি করেছেন কমল নাথ। তবে, জল্পনা ক্রমে বাড়ছে। তাঁর ছেলে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে পরিচয় বিভাগে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পৃক্ততা মুছে দিয়েছেন। বিজেপির পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে সরকারিভাবে কিছু না জানানো হলেও, গেরুয়া শিবির সূত্রে জানানো হয়েছে, একজন স্পষ্টবাদী কংগ্রেসি নেতা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন। ওই নেতা ইউপিএ সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন। তবে, দুই তরফে এখনও কোনও আলোচনা শুরু হয়নি বলে জানিয়েছে ওই সূত্র।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমাদের কখন মৃত্যু হয় যখন আমাদের শরীরে এনার্জি অর্থাৎ শিব থাকেনা। এক কথায় বলা যায় শিব হীন দেহ শবে পরিণত হয়। অতএব আমাদের সকলের শরীরের মধ্যে শিব অবস্থান করে। শিব পুরান অনুযায়ী আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ১১টি রুদ্রের রূপ রয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে রুদ্রের রূপের সৃষ্টি হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের সাংবাদিকথার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতা দুটো বিষয় যেন আমরা একটু ব্যতিক্রমী ভাবে ভাবতে থাকে, সংবাদমাধ্যম না থাকলে সাংবাদিকদের জন্ম হতো না আর সাংবাদিক না থাকলে সংবাদমাধ্যম চালানো সম্ভব নয়। সাংবাদিকরা যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে চলেছে, মোবাইল সাংবাদিকতা যুগে কে যে আসল আর কে যে নকল ,কে প্রকৃত সাংবাদিককে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত এটা অনেক মানুষের ধারণা যেন বদলে দিয়েছে। আমরা সবাই সাংবাদিক একে অপরের দোষারোপ না করে সবাই কিন্তু সমাজের ভালোর জন্য কাজ করে চলেছি। তাও বলি আজ সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষে আকার নিয়েছে, সংবাদ সংস্থা ও সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের পাশে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার যদি না থাকে তাহলে আগামী দিনের সংবাদ সংস্থার বেহাল দশায় পরিণত হবে। ইতিমধ্যে ছোট এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই ধুঁকছে বহু পত্রিকা বন্ধের মুখে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার এই পত্রিকাগুলো বাঁচানোর যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে আগামী দিনে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকতা তাদের ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নতি হবে। সমস্ত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সরকারিভাবে যদি মাসিক বেতন ও সরকারি সঠিক বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজ গুলোর কাছে পৌছায় তাহলে আগামী দিনে এই কাগজগুলোর এবং এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক, মালিক এবং কর্মচারীরা ভারত বর্ষ তথা বাংলার অনেক উন্নতির দিক তুলে ধরতে পারবে।তবে দিনের পর দিন যেভাবে বড়লোকি কেন্দ্রীয় সরকারের বড়লোকি কাগজ অথবা ইলেকট্রন মিডিয়াদের সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করছে। অন্যদিকে এটা বলা বাহুল্য যে ছোটকাগজ গুলোকে একপ্রকার গলাটিপে হত্যা করার মতন অবস্থা শুধু পশ্চিমবাংলায় এক কোটির উপরে এরকম ছোটকাগজ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তারা বিজেপি থাকা কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী মোদি বাবু এই ছোটকাগজ গুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে ,তাদের গলাটিপে হত্যা করছে। সরকারি বিজ্ঞাপন টুকু তাদের দেয়া হচ্ছে না। এক চোখে বিচার চলছে ডিজিটাল মিডিয়াকে যদিও মাধ্যম করে থাকে অথচ ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য আজকের দিন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করা হয় না। সরকারের স্বচ্ছতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তারা দিনের পর দিন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে একপ্রকার প্রিন্ট মিডিয়াতে অবজ্ঞার চোখে দেখছে অথচ ডিজিটাল মিডিয়াকে তেমনি ভাবে ভারতবর্ষে আজও কোনরকম সরকারি বিজ্ঞাপন এর অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে না। কৌশলগতভাবে বিজেপি সরকার গ্রামের ছোট কাগজের কণ্ঠরোধ করে দিয়ে কাগজগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে ফেলে দিয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার এক কোটি কাগজকে এইরকম গলাটিপে হত্যা করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের থাকাকালীন এইরকম দুর্দশা ছিলনা বর্তমান যা পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমের মালিক-কর্মচারী ও সাংবাদিকরা কয়েক লক্ষ বেকারের পথে অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের ভেঙে পড়েছে। তার হিসাব কেন্দ্রীয় সরকার তো রাখেনি না রাজ্য সরকার তো দূরের কথা। গ্রাম গঞ্জের ছোটকাগজ কে কেন্দ্র করে বহু বেকার যুবক-যুবতীরা এবং শিক্ষিত সমাজ গ্রামের কৃষ্টি কালচার ও সংস্কৃতি এবং সে কাগজগুলো প্রায় কয়েক কোটি করে কয়েক পাঠক তৈরী করে রেখেছে সমস্ত কাগজ মিলিয়ে। তাদের কণ্ঠকে গলাটিপে রোধ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার এমনই অভিযোগ বহুদিনের বিশেষ করে মোদি জামানার। করোনাভাইরাস প্রকট এ ছাড়া ভারতবর্ষজুড়ে লকডাউন দীর্ঘকালীন ফলে সংবাদমাধ্যমের মালিক ও কর্মচারীদের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তেমনই পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে সারা ভারতবর্ষের একাধিক সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল এবং কাগজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে মালিকপক্ষ রাও এ বিষয়ে একাধিক পত্রপত্রিকাসহ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন পাশে দাঁড়িয়ে তেমনি কোনো সমাধান হয়নি এই দুর্দশার দিনে।তবে বাংলার সংবাদমাধ্যমে সংস্থার পাশে জীবন থাকতে পিছপা হবেনা অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সহ সম্পাদক স্বপন দত্ত।তিনি বলেন লকডাউন এর পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডের বাংলা দৈনিক পত্রিকার কলকাতায় সমস্ত ধরনের কাজের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এর পাশে সর্বদা সহযোগিতায় ও আপদ বিপদ সর্বদাই পাশে রয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করেছেন স্বপন দত্ত যাতে এই পত্রিকার সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন পায় তার অনুমোদন দেওয়ার জন্য।লকডাউন এর ফলে দুস্ত ও সমস্ত সরকারি-বেসরকারি সাংবাদিকরা তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব দুর্ভাগ্যজনক, এমনই পরিস্থিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে আর্থিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেই।বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংবাদিকদের পাশে সর্বদা সজাগ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা এবং মৃদুল ব্যানার্জি ও ভগবতী সর্দার, স্বপন দত্ত বাউল এবং বাশিরুল হক সহ অন্যান্যরা সাংবাদিকতা বিধ্বস্ত জাতিকে পুনর্গঠনে অবদান রাখতে পারে, ঠিক তেমনি সাংবাদিকতার নামে মিথ্যাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা এক সুসংহত জাতিকে হিংসাত্মক যুদ্ধের দাবানলে অগ্রসর ভূমিকা রাখতে পারে।তবে এই ঘটে সত্য পথের পথিক সাংবাদিকদের উপরে!কিন্তু এক শ্রেণীর সাংবাদিক আছে টাকার লোভে হয়কে নয় করে। আর অসাধু কিছু নেতাদের কথা মতো চলে, সদ সাংবাদিকদের বিপদে ফেলেছে এই সব সাংবাদিকরা। দেশ ও দশের ভালোচায় না এই সব সাংবাদিকরা, এদের গাড়ি বাড়ি সবি হয়। আর সৎ সাংবাদিকরা খাওয়ার পয়সা পায় না। এই সব সদ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নেই,এদেরকে সমাজের বুকে খারাফ প্রমাণ করাতে ব্যাস্ত সবাই। তাই আজকের লেখার বিষয় বস্তু সাংবাদিকদের ভূত ভবিষ্যৎ। তবে সব সাংবাদিকদের পাশে আছেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন।দীর্ঘ ১৭ বছর সাংবাদিকতার জীবনে আমার পরিবারের বহু খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে,কারন সত্য অনুসন্ধানী মহান সাংবাদিক হয়ে কাজ করি।সাংবাদিকতা করার জন্য আমার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল জীবনে জেল-জরিমানা সবই কেটেছে তবেই সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা জানেন । প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতা আর দশটি পেশার মতো নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র মতে, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশাও। প্রকৃত সাংবাদিকের দায়িত্ব বস্তুনিষ্ঠ ও সততাপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা। টুকটাক সাংবাদিকতা করার সুবাদে মাঝে মাঝেই অনেকে আমার থেকে জানতে চায় সাংবাদিকতা বিষয়ক নানা তথ্য। অনেকেই বলেন, "আমরা আপনার মতো পেপারে লিখতে চাই। অথবা কিভাবে শুরু করবো?" আজকের এই লেখাটি সেসব ক্ষুদে ক্রিয়েটিভ মানুষগুলার জন্য যারা বড় হয়ে সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে অথবা পেপারে লেখার ইচ্ছা রাখে। আজ আমরা ফিচার রাইটিং অথবা দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা সম্পর্কে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

রামমন্দির দর্শনে অমিতাভ বচ্চন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড শাহনেশাহ অমিতাভ বচ্চন ভারতের অযোধ্যার রামমন্দিরে পা রাখলেন ৯ ফেব্রুয়ারি। এরপর মন্দিরের রামলালা দর্শন করলেন শক্তিমান এ অভিনেতা।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ। তারপরে এ প্রথম আলাদাভাবে মন্দির দর্শনে এলেন তিনি। গত ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হয়েছে রামমন্দির। এরপর নতুন মাস পড়তেই রামলালার টানে ছুটে এলেন শাহেন শাহ।

পিটিআইয়ের একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে মন্দিরে ঢুকছেন অমিতাভ বচ্চন। মন্দিরের চারপাশে যেমন নিরাপত্তার বেষ্টনী রয়েছে, তেমনি বিগ বির চারপাশেও সদা ব্যস্ত নিরাপত্তারক্ষীরা।

রামমন্দির চত্বরে এভাবেই ঢুকলেন অমিতাভ বচ্চন। রামলালার থেকে আশীর্বাদ নিতে এসেছেন এ অভিনেতা। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ট্রাডিশনাল পোশাকে সেজেছেন অমিতাভ। পরনে সাদা পাজামা, পাঞ্জাবি এবং গায়ে গেরুয়া কোট। রামলালার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এ অভিনেতাকে।

একটি সূত্রে জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশেই একটি প্রথম সারির গয়নার ব্র্যান্ডের শোরুম উদ্বোধনে এসেছিলেন অমিতাভ বচ্চন আর সেই কাজ সেরে সোজা তিনি রামমন্দিরে চলে যান।

অমিতাভের জোড় হাতে রামলালাকে প্রণাম করার ছবি এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর আগে রামমন্দির উদ্বোধনের দিন অনেক আমন্ত্রিত অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রীড়াতারকাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ বচ্চনও।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় রামমন্দিরের সামনে ছবি তুলে সেই ছবি পোস্টও করেছিলেন অমিতাভ, ক্যাপশনে লিখেছিলেন, 'বোলো সিয়াপতি রামচন্দ্র কি জয়!'

শুধু তা-ই নয়, সেদিন নিজের ব্লগে অমিতাভ লিখেছিলেন, 'ঐশ্বরিক মহিমায় ভরা একটি দিন। অযোধ্যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবের পর ফিরে এলাম। ঐ ঐশ্বর্য, ঐ উৎসবের আয়োজন, ঐ বিশ্বাস রামজন্মভূমির মাটিতে গড়া মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে খোদিত হয়ে আছে। এর বেশি আর কিছু বলার ক্ষমতা নেই আমার। বিশ্বাসের কাছে কোনো বর্ণনাই কার্যকর নয়।'

ভালোবাসা বলে কিছু নেই, এখন সবটাই শরীর-সর্বস্ব : দেবলীনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। টিভি সিরিয়াল ও চলচ্চিত্রে সমানভাবেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে অভিনয় জগতে পা রাখেন তিনি। বর্তমানে বড় পর্দার কাজ নিয়েই ব্যস্ত সময় পার করছেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি পহেলা ফালগুন, সরস্বতী পূজা ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। আজ এই তিন উৎসবের আমেজে মেতেছে ভাঙালি। আর এই বিশেষ দিনগুলো নিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম সঙ্গে কথা বলেছেন দেবলীনা।

এসময় অভিনেত্রী জানান, বর্তমানে প্রেম-ভালোবাসা বলে কিছু নেই, এখন সবটাই শরীর-সর্বস্ব। পাশাপাশি নিজের প্রথম প্রেমের স্মৃতিচারণও করেন তিনি।

প্রথম প্রেমের বিষয়ে দেবলীনা বলেন, আমার এলাকায় একজনের প্রেমে পড়েছিলাম। সেই ছেলেটিই ছিল আমার প্রথম প্রেমিক। তাকে মন দিয়েছিলাম। ৭ বছর সম্পর্কে ছিলাম। আমার পরিবার থেকেও এই সম্পর্কে সম্মতি ছিল। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় ওর সঙ্গে ভালোবাসা বিনিময় করি। কিন্তু এখন সে আমার অতীত।

প্রথম প্রেম বলে ভুলিনি। আমাদের এক অনাবশ্যক কারণে ভেঙে যায় সম্পর্ক। তবুও সেই সময়টা আজও ভুলতে পারি না। আসলে সময়টাই মনে থাকে, কিন্তু মানুষটা ফিকে হয়ে যায়।

বর্তমান সময়ে সরস্বতী পূজা, ভালোবাসা দিবস- সবই বদলে গেছে জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, এখনকার দিনের সরস্বতী পূজা কিন্তু আগের মতো নেই। সবকিছুই সোশ্যাল মিডিয়াকেন্দ্রিক। আমরা ছোটবেলায় এই বিশেষ দিনটির সারা বছর অপেক্ষা করতাম।

শুধু তাই নয়, সারা বছর যার দিকে চোখ তুলে তাকাতে ইতস্ত বোধ করতাম, সরস্বতী পূজার দিন তার সঙ্গে একটু দৃষ্টি বিনিময় হবে এই আশায় ৩৬৪ দিন অপেক্ষা করতাম। কিন্তু এখন তো প্রেম-ভালোবাসার সংজ্ঞাই বদলে গিয়েছে, এখন সবটাই শরীর-সর্বস্ব হয়ে গিয়েছে।

বদলে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে দেবলীনা বলেন, এর কারণ মোবাইল ফোন। বর্তমানে ইন্টারনেটে এটা-ওটা সার্চ করে ছোট থেকেই নানা ধরনের কনটেন্ট দেখে ফেলছে তারা। এতে রোমান্সের পবিত্রতা কিংবা সারল্য হারিয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত, প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হন দেবলীনা। পরবর্তীতে ভালোবেসেই নির্মাতা তথাগত মুখার্জির সঙ্গে সাত পাকে বাধা পড়েন এই অভিনেত্রী। ২০২১ সালে গুঞ্জন চাউর হয়, অভিনেত্রী বিবৃতি চ্যাটার্জির সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়েছেন তথাগত। এ নিয়ে তথাগতর সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে টানাপড়েন তৈরি হয় দেবলীনার। বর্তমানে আলাদা বসবাস করলেও এখনও আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ হয়নি এই তারকা দম্পতির।

২৫ বছরের ছোট রুশ মডেলের প্রেমে টম ক্রুজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের প্রেমে পড়েছেন জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা টম ক্রুজ। ৬১ বছর বয়সী এই তারকার নতুন প্রেমিকা প্রায় ২৫ বছরের ছোট, তিনি রাশিয়ান মডেল এলসিনা খায়রোভা। খবর ডেইলি মেইলের।

গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, টম ক্রুজের বন্ধুদের ভাষ্যমতে- এলসিনা খায়রোভার লন্ডনের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টেই বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছেন অভিনেতা। ৩৬ বছর বয়সী খায়রোভার প্রতি টম ক্রুজের ভালোবাসার কথা অভিনেতার কাছের মানুষদের সকলেরই জানা।

সূত্রের খবর, গত বছরের শেষ দিকে একটি পার্টিতে টম এবং এলসিনাকে একসঙ্গে দেখা যায়। সেই পার্টিতে নাকি এক মুহূর্তের জন্যও একে-অপরের সঙ্গ ছাড়েননি তারা। সারাক্ষণই কাছাকাছি ছিলেন। এমনিতে সচরাচর প্রকাশ্যে আসেন না টম এবং এলসিনা। জনসমক্ষে তাদের শেষ বার দেখা গিয়েছে লন্ডনের মেফেয়ারের পার্টিতে। তার পর আর সেভাবে এক ফ্রেমে ধরা দেননি তারা। তৃতীয় স্ত্রী কেটি হোমসের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ফের প্রেমের সম্পর্কে জড়ালেন টম।

অন্য দিকে, ধনকুবের স্বামী ডিমিট্রি সেটকোভের সঙ্গে ২০২২ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয় দুই সন্তানের মা এলসিনার। তারপর থেকে একাই ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, এলসিনা খায়রোভা একজন বিশিষ্ট রাশিয়ান এমপির কন্যা।

আমার কেউ নেই, বাড়িতে ভূতের মতো থাকি : সাবিত্রী

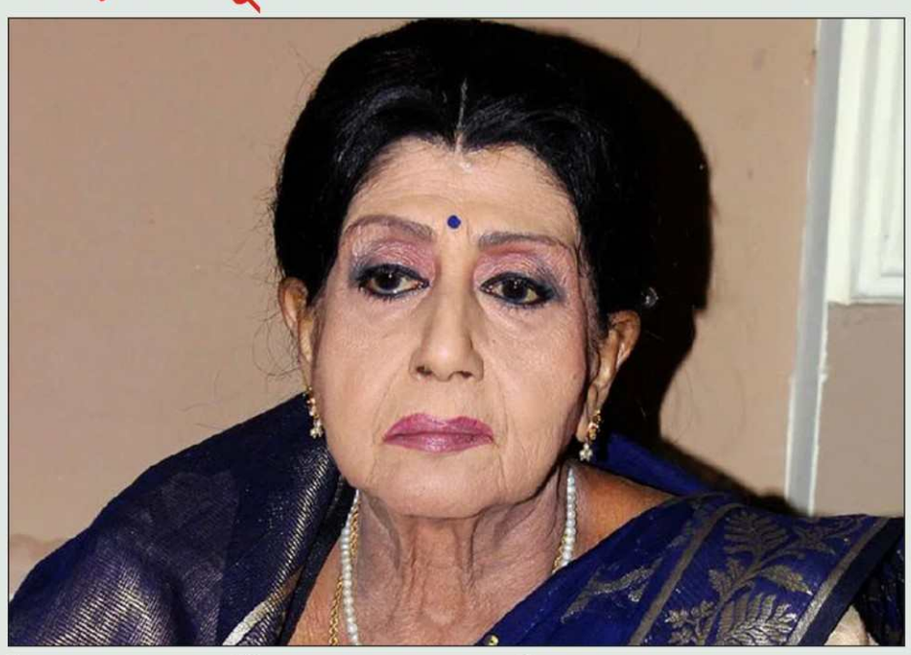

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের জীবন্ত কিংবদন্তি অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জি। ১৯৫১ সালে উত্তম কুমার অভিনীত 'সহযাত্রী' সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় পা রাখেন। পরের বছরই 'পাশের বাড়ি' সিনেমায় কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রে প্রথম অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দেন। মুক্তির পর সফল হয় সিনেমাটি।

ব্যক্তিগত জীবনে বহুবার প্রেমে পড়েছেন সাবিত্রী। কিন্তু কারও সঙ্গেই ঘর বাঁধা হয়নি তার। কারণ, কাকতালীয়ভাবে প্রত্যেকবারই এমন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন, যে আগে থেকেই বিবাহিত। সবকিছু মিলিয়ে কোনোদিন বিয়ে করা হয়নি সাবিত্রীর।

বর্তমানে সাবিত্রীর বয়স ৮৬। গেল একমাস ধরে বাড়ির বাইরে যাননি এই অভিনেত্রী। কারণ, তার শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। জ্বর, কাশি, সর্দিতে ভুগছেন। তবুও সরস্বতী পূজার আয়োজন করেছেন তিনি। তবে একাই এই পূজা করতে হবে সাবিত্রীকে।

ভারতীয় গণমাধ্যমে আফসোস করে সাবিত্রী বলেন, আমার কেউ নেই, আমাকে একাই সরস্বতী পূজা করতে হবে। এই গোটা বাড়িটায় ভূতের মতো থাকি। একা একা সরস্বতী পূজা করব। সরস্বতী পূজা মাটিতে বসে করতে হয়। কিন্তু আমি এখন মাটিতে বসতেই পারি না। তাই চেয়ার-টেবিলে বসে সরস্বতীর পূজা করব, তাতে যদি মা তুষ্ট হন।

অভিনেত্রী আরও বলেন, মনে হয় না আগের মতো আর রুষ্ট হয়ে কাউকে কেড়ে নেবেন, এবার কাড়লে আমাকেই কাড়বেন। তাতে কোনো দুঃখ নেই আমার। মুক্তি আছে। এতকাল তো আমাকে আশীর্বাদই করেছেন তিনি। যে কারণে এই বয়সে এসেও আপনাদের মনোরঞ্জন করে যেতে পারছি।

জানা গেছে, সরস্বতী পূজার দিনে সাবিত্রীর বাবা শশধর চ্যাটার্জি মারা যান। পিতৃতুল্য বোন-জামাইকেও হারিয়েছেন এই সরস্বতী পূজার দিনেই।

এ প্রসঙ্গে সাবিত্রী বলেন, আমার বাবা, জামাইবাবু, সবাইকে কেড়ে নিয়েছে মা সরস্বতী। তাই অভিমানে অনেক বছর তার পূজা করিনি। গত ৩-৪ বছর ধরে আবারও পূজা করছি।

এর আগে এক সাক্ষাৎকারে সংসার না করার বিষয়ে সাবিত্রী বলেছিলেন, সংসার করিনি সেটার জন্য কোনো আফসোস নেই। কারণ, আমার দিদির ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেছি। এখনও হয়তো তাদের ডাকলেই তারা আসবে। তবে সবারই তো সংসার আছে। এত বড় বাড়িতে তো কথা বলারও সঙ্গী চাই। তাই একা লাগে।

যে কারণে ক্রাচ ব্যবহার করছেন হৃতিক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হৃতিক রোশন অভিনীত সিনেমা 'ফাইটার' ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে। এতে বিমানসেনা অফিসারের চরিত্রে তাকে অভিনয় করতে দেখা গেছে।

'ফাইটার' সিনেমার মাধ্যমে ভারতে প্রথমবার চলচ্চিত্রের পর্দায় দর্শকরা দেখল 'অ্যারিয়াল অ্যাকশন'। এ সিনেমার জন্য গত দুবছর ভীষণ পরিশ্রম করেছেন হৃতিক। শরীরকে একটি নির্দিষ্ট আকার দিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিমে কাটিয়েছেন।

পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়া একেবারে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। সিনেমা মুক্তি পর থেকে সেভাবে আর ক্যামেরার সামেন দেখা যায়নি তাকে। বুধবার নিজের ছবি দিলেন অভিনেতা। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, ক্রাচের সাহায্যে ভর দিয়ে হাঁটছেন। হৃদিকের এ ছবি দেখে ভক্তরা ভাবছেন তিনি বড় কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছেন কিনা!

এলোমেলো চুল, গাল ভর্তি দাঁড়ি, পরনে হাফ প্যান্ট। দুহাতে ক্রাচ। দিন কয়েক আগেই অভিনেতার পেশিতে টান লাগে, কিছুটা আঘাত পান তিনি। যার ফলে চলতে ফিরতে অসুবিধা হয়। হাঁটতেও পারছেন না সেভাবে। তবে তারকা বলেই ক্রাচ ব্যবহার করবেন না, তেমনটা নয়। বরং সুস্থ হয়ে উঠতেই ক্রাচ ব্যবহার করছেন।

হৃতিক তার এ কঠিন সময়ে জানান, পুরুষেরা অনেক সময় শক্ত দেখাতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাবেন না। উদাহরণ হিসেবে নিজের দাদু ও বাবার কথাও উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টও দিয়েছেন।

হৃতিক তার পোস্টে লেখেন, 'জানি না, আপনাদের কতজনের ঠিক হুইলচেয়ারে বসে বা ক্রাচ নিয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি আমার ঠাকুরদাকে দেখেছি। শারীরিক কষ্ট রয়েছে। তবু হুইলচেয়ারে বসবেন না। কারণ, তাতে তার দুর্বলতা ফুটে উঠবে।'

তিনি আরও লেখেন, 'আমার বাবাকেও দেখেছি, একরকম জেদ করতে। তবে, আসলে শক্তি সেটাই যেটা তোমাকে সহজ হতে শেখায় অন্য কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়া। সারাক্ষণ পুরুষ মানেই কঠিন- এই ছবির বিপরীতে গিয়ে ভাবলে নিজেদের কষ্টই লাঘব হয়।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে এক পা পিএসজির

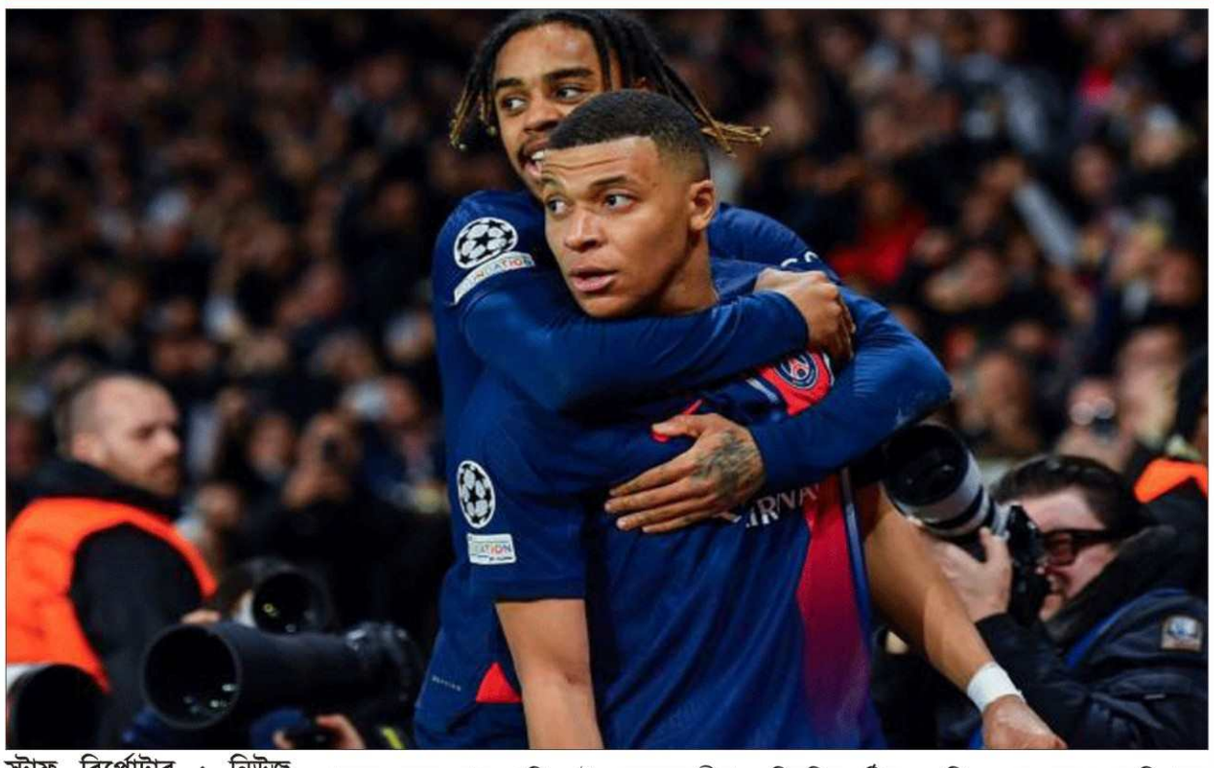

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথমার্ধের বিবর্ণতা ঝেড়ে বিরতির পর চমৎকার ফুটবল খেলল পিএসজি। ফেরার ম্যাচে জালের দেখা পেলেন কিলিয়ান এমবাপে। দারুণ একটি গোল করলেন বাহলি বারকোলা। এই দুজনের নৈপুণ্যে রিয়াল সোসিয়েদাদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে এক পা দিয়ে রাখল পিএসজি।

প্যারিসে ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ২-০ গোলে জিতেছে লুইস এনরিকের দল। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান বারকোলা। প্রথমার্ধে বাজে খেলে পিএসজি। এই সময়ে গোলের জন্য মাত্র ৪টি শট নিয়ে একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। সেখানে দ্বিতীয়ার্ধে ১০টি শট নিয়ে ৫টি লক্ষ্যে রাখে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। পুরো ম্যাচে সোসিয়েদাদের ৯ শটের একটিও লক্ষ্যে ছিল না।

অ্যাঙ্কেলের চোটে গত শনিবার লিগ আঁতে লিলের বিপক্ষে দলের ৩-১ গোলে জয়ের ম্যাচে খেলতে পারেননি এমবাপে। সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ফিরে তিনিই প্রথম সুযোগ পান ষষ্ঠ মিনিটে। স্বদেশী উসমান দেম্বেলের পাস থেকে ফরাসি তারকার ডান পায়ের নিচু শট ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক।

প্রথমার্ধের বাকি সময়ে স্বাগতিকরা আর খুব বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। এই সময়ে বরং তাদের রক্ষণে বেশ কয়েকবার ভীতি ছড়ায় সফরকারীরা। বিরতির ঠিক আগে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল সোসিয়েদাদ। ২৫ গজ দূর থেকে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মিকেল মেরিনোর বাঁ পায়ের শট ক্রসবারে লাগে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে সোসিয়েদাদের ওপর চাপ বাড়ায় পিএসজি। ৫৮তম মিনিটে গোলের দেখা পায় তারা। কর্নারে মার্কিনিয়োসের হেড পাসে দূরের পোস্টে ভলিতে বল জালে পাঠান অরক্ষিত এমবাপে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৬৮ ম্যাচে এমবাপের গোল হলো ৪৪টি। তিনি ছাড়িয়ে গেলেন ৪৩ গোল করা সাবেক ক্লাব সতীর্থ নেইমারকে। চলতি মৌসুমে পিএসজির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩০ ম্যাচে এমবাপের ৩১তম গোল এটি। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৭ ম্যাচে তার গোল ৪টি।

৬৪তম মিনিটে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল পেতে পারতেন এমবাপে। বক্সের বাইরে থেকে তার ডান পায়ের জোরাল শটে বল গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে ক্রসবারে লাগে। ৭০তম মিনিটে চমৎকার গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বারকোলা। ফাবিয়ান রুইসের পাস বাঁ দিকে পেয়ে প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের বাধা পেরিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। নিচু শটে আগুয়ান গোলরক্ষকের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে জাল খুঁজে নেন তরুণ ফরাসি ফরোয়ার্ড। শেষ দিকে মার্কো আসেন্সিওর প্রচেষ্টা গোলরক্ষক ঠেকিয়ে দিলে ব্যবধান আর বাড়েনি। আগামী ৫ মার্চ সোসিয়েদাদের মাঠে হবে ফিরতি লিগ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

লক্ষ্যে নেই কোনো শট, শেষ পর্যন্ত হেরেই গেলো বায়ার্ন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যাচে বল দখলে দাপট ছিল বায়ার্ন মিউনিখের। তবে সেই দখল কোনো কাজে লাগাতে পারেনি জার্মান ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধে লালকার্ড দেখে দশজনের দলে পরিণত হতে হয়েছে তাদের। অবশেষে ল্যাজিও'র কাছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ১-০ হেরেই মাঠ ছাড়তে হয়েছে বায়ার্নকে।

অথচ এটি বায়ার্নের জয়ে ফেরার ম্যাচ ছিল। কারণ, কয়েকদিন আগেই ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে বুন্দেসলিগার শিরোপা মিস করেছে তারা। ফলে আশা করা হচ্ছিল, এই ম্যাচে ফেবারিট বায়ার্ন ভালো কিছু করবে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে বড় ধাক্কাই খেতে হলো তাদের। ল্যাজিও ম্যাচের একমাত্র গোলটি করে পেনাল্টি থেকে। ম্যাচের ৬৭ মিনিটে গোল এরিয়ায় মিউনিখের ডিফেন্ডার দাওত উপামেসানো ফাউল করলে তাকে লালকার্ড দেখান রেফারি। পরে পেনাল্টি পায় ল্যাজিও। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে মোটেও ভুল করলেন না সিরো ইমমোবাইল। ডানপায়ের দুর্দান্ত শটে বায়ার্নের জাল কাঁপান তিনি।

বায়ার্নের হার কতটা শোচনীয় ছিল, সেটি বোঝা যায় ম্যাচের পরিসংখ্যান দেখলেই। গতকাল বুধবার রাতের ম্যাচে তারা লক্ষ্যে একটি শটও করতে পারেনি। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো বড় প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমে লক্ষ্যে একটি শটও নিতে পারলো না বায়ার্ন।

এছাড়া ২০১০-১১ মৌসুমের পর এই প্রথম ১৭টি গোলচেষ্টার শটের মধ্যে একটি শটও লক্ষ্যে ছিল না। বোঝাই যায়, গতকালের ম্যাচে বায়ার্ন কতটা অগোছালো ছিল।

বায়ার্নের টানা দ্বিতীয় হারে চাপ বাড়ছে কোচ থমাস টুসেলের উপর। এমনটি শেষ দুই ম্যাচে তারা কোনো গোলও করতে পারেনি। আগামী ৫ মার্চ নিজেদের ঘরের মাঠে দ্বিতীয় লেগ খেলতে নামবে বায়ার্ন। সে ম্যাচের দিকেই এখন সবার লক্ষ্য।

রোনালদোর 'হাজারতম' ম্যাচ;

আল নাসরের জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সময়ের অন্যতম সেরা তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো সৌদি আরবে খেলতে গিয়ে গেল মৌসুমে বেশ কয়েকটি রেকর্ড গড়েছেন। এবার আরেকটি মাইলফলক ছোঁয়ার রাতে জেতালেন দলকেও। ক্লাব ক্যারিয়ারে হাজারতম ম্যাচ খেলতে নামা রোনালদোর একমাত্র গোলেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আল ফেইহাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে আল নাসর।

ম্যাচে প্রথমার্ধে কয়েকটি ভালো সুযোগ পান রোনালদো। তবে কাজে লাগাতে পারেননি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে দারুণ এক গোল করলেন পর্তুগিজ তারকা। সেটিই গড়ে দিল ব্যবধান। আল ফায়হাকে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল আল নাসর।

ম্যাচের ৮১তম মিনিটে গোলটি করেন রোনালদো। সতীর্থের পাস বক্সের বাইরে পেয়ে কাছেই থাকা মার্সেলো ব্রজোভিচের পায়ে তুলে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন তিনি। এরপর ফিরতি বল পেয়ে ডান পায়ের ভলিতে জাল কাঁপিয়ে দেন ৩৯ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা।

এই ম্যাচের মধ্যে দিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার ক্লাব ক্যারিয়ার মিলিয়ে ১ হাজার ম্যাচ খেলে ফেললেন রোনালদো। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪৩৮ ম্যাচ খেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে।

এ ছাড়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ৩৪৬, জুভেন্টাসের হয়ে ১৩৪, স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে ৩১ ও আল নাসরের হয়ে ৫১ ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেই

বিদায় বলবেন ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গতকালই নিজের শেষ আন্তর্জাতিক ইনিংসটি খেলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। যদিও ঘরের মাটির শেষটা জয় দিয়ে রাঙাতে পারেননি তিনি। দল না জিতলেও ওয়ার্নার ছিলেন স্বভাবজাত ছন্দে। ৪৯ বলে ৯টি চার ও তিনটি ছক্কায় ৮১ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলেন ওয়ার্নার। ম্যাচ শেষে পুরস্কার নিতে এসে জানান নিজের অবসরের কথা। আগামী জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেই তুলে রাখবেন ব্যাট প্যাড।

গত জানুয়ারিতেই সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ওয়ার্নার। ওয়ানডে থেকেও আগেই দিয়েছেন অবসরের ঘোষণা। বাকি ছিল টি-টোয়েন্টির। এবার ক্রিকেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ থেকেও অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ওয়ার্নার। তার মতে, নতুনদের সুযোগ দেওয়ার সময় হয়েছে।

ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ওয়ার্নারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর তিনি অবসর নেবেন কি না? এর উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার ৩৭ বছর বয়সী বাঁহাতি ওপেনার বলেছেন, 'হ্যাঁ, আমার ওখানেই শেষ।' ওয়ার্নার এরপর বলেছেন, 'এখন তরুণদের মেলে ধরার সময়। আমাদের প্রচুর প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে।'

আরেক অজি কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্ট জানতে চেয়েছিলেন এটাই কি তবে নিজ দেশে ওয়ার্নারের শেষ ম্যাচ? উত্তরে ওয়ার্নার জানালেন, অবশ্যই। নিজের পরবর্তী পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন এরপরেই, নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর আইপিএলে খেলব এবং তারপর ক্যারিবিয়ানে যাব বিশ্বকাপে খেলতে। বিশ্বকাপের আগে ওয়ার্নারকে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে তাই আরেকবার দেখার সুযোগ আছে কেবল কি উইদের বিপক্ষে সিরিজে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২০০৯ সালে মেলবোর্নে টি-টোয়েন্টি অভিষেক ঘটে ওয়ার্নারের। এরপর কেটেছে ১৫ বছর। খেলেছেন ১০২টি ম্যাচ। ২৬টি ফিফটি ও একটি সেঞ্চুরিতে তিন হাজার ৬৭ রান করেছেন এখন পর্যন্ত।

চার দিনেই বিশাল জয় ভারতের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারত সফরে আসার আগে অনেক কথা উঠেছিল। বাজবল দিয়ে আতঙ্ক ধরানোর পরিকল্পনা ছিল ইংল্যান্ডের। ব্রেন্ডন ম্যাকালাম কোচ এবং বেন স্টোকস টেস্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতেই বাজবল শুরু। কিন্তু এই সিরিজে এখনও অবধি বাজবল কাজ করছিল না। রাজকোট টেস্টের প্রথম ইনিংসে শুরুতে অনবদ্য ব্যাটিং করছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে খাবি খেল ইংল্যান্ড। বাজ বল হয়ে দাঁড়াল 'বাজে-বল'! বরং শেষ উইকেটে মার্ক উডের ১৫ বলে ৩৩ রানের ইনিংস হারের ব্যবধান সামান্য কমাল। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১২২ রানেই শেষ ইংল্যান্ড। ৪৩৪ রানের বিশাল জয় ভারতের। সিরিজে ২-১ এগিয়ে গেলেন রোহিতরা। ইংল্যান্ড শিবির একটা দাবি বারবার করে, বোর্ডে যত বড় টার্গেটই থাকুক তারা জয়ের জন্য ঝাঁপাবে! যদিও দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং তাগিদ অবাক করার মতোই। আক্রমণ করবে না ডিফেন্স, এই দ্বিধায় ভুগলেন। প্রথম ইনিংসে রোহিত-জাডেজার সেঞ্চুরিতে ৪৪৫ রানের বিশাল স্কোর ভারতের। জবাবে ইংল্যান্ড যে ভাবে ব্যাট করছিল, একটা সময় মনে হয়েছিল, প্রথম ইনিংসে লিডও নিতে পারে। বিশেষ করে বলতে হয় বেন ডাকেটের কথা। অ্যালেস্টার কুকের পর ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ওপেনার হিসেবে ভারতের মাটিতে সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন। তবে মহম্মদ সিরাজের অনবদ্য বোলিংয়ে ৩১৯ রানেই শেষ ইংল্যান্ড।

দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়ালের ডাবল সেঞ্চুরি। শুভমন গিলের ৯১ এবং সরফরাজ খানের হাফসেঞ্চুরিতে ৪৩০-৮ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত। 'ঘরের মাঠে' রবীন্দ্র জাডেজার প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি, দ্বিতীয় ইনিংসে ফাইফার। ৪৩৪ রানের জয়ে সিরিজে লিড নিল ভারত। মায়ের অসুস্থতার কারণে ম্যাচের মাঝেই বাড়ি ফিরেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বাড়ির সমস্যা কিছুটা মিটিয়েই দলের সঙ্গে যোগ দেন। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৬ ওভার বোলিংয়ে সুযোগ পেলেন। ৩টি মেডেন সহ ১৯ রান দিয়ে ১ উইকেটও নিলেন অশ্বিন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের নেতৃত্বে রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন কে, তা নিয়ে চলছিল আলোচনা। যেখানে জোরেশোরে শোনা যাচ্ছিল হার্দিক পান্ডিয়ার নাম। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআই সচিব জয় শাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই বিশ্ব আসরে যাবে দল। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হারার পর এক বছরের বেশি সময় যখন এই সংস্করণে দেখা যায়নি রোহিতকে, তখন বেশির ভাগ ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া। বর্তমানে চোটে বাইরে থাকা এই অলরাউন্ডারের অনুপস্থিতিতে এই সময়ে নানা ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন লোকেশ রাহুল, জাসপ্রিত বুমরাহ, রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও সূর্যকুমার যাদব। গত ডিসেম্বরে রোহিতকে সরিয়ে আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয় পান্ডিয়ার কাঁধে। এতে শেষ হয় দলটির অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের টানা ১০ বছরের অধ্যায়। পান্ডিয়াকে ভারতের নিয়মিত টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক করা হবে বলেও ধারণা করা হচ্ছিল তখন। তবে গত মাসে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে ১৪ মাস পর ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে রোহিত ফেরেন অধিনায়ক হিসেবেই। প্রথম দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেও তৃতীয়টিতে ৬৯ বলে অপরাজিত ১২১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি।

আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে এটিই ছিল ভারতের শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজ। রাজকোটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করার অনুষ্ঠানে বুধবার জয় শাহ নিশ্চিত করে দিলেন, বিশ্বকাপে অধিনায়ক থাকছেন রোহিতই। একই সঙ্গে বড় স্বপ্নের কথাও বললেন তিনি। জয় শাহ বলেন, এক বছর পর ফিরে সম্প্রতি আফগানিস্তান সিরিজে তার নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থ হলো, সে অবশ্যই (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবে)। রোহিত সব সংস্করণের অধিনায়ক। এটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এবং নির্বাচকরা এই বিষয়ে পুরোপুরি একমত। হার্দিক পান্ডিয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সহ-অধিনায়ক হিসেবে তার অবস্থান ধরে রাখবে। ২০২৩ (ওয়ানডে) বিশ্বকাপ নিয়ে আমি মন্তব্য করিনি, ফাইনালে আমরা আহমেদাবাদে হেরেছিলাম (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, ৩০ জুন বার্বাডোজে রোহিত শার্মার নেতৃত্বে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতবে।

জয় শাহ যেই অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলছিলেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন রোহিত, ভারত দলের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়, প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকারও। এ ছাড়া ভারতীয় দলের আরও কয়েকজন সদস্য, আইপিএল চেয়ারম্যান অরুন ধুমাল, কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনিল গাভাস্কার, অনিল কুম্বলেরাও ছিলেন অনুষ্ঠানে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR